বীরাঙ্গনা

যুদ্ধকালীন ধর্ষণের নীতিসম্মত সাক্ষ্য-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে

নয়নিকা মুখার্জী
ও
নাজমুন নাহার কেয়া

boobook

এই সচিত্র কাহিনী বা গ্রাফিক নভেলটি অধ্যাপক নয়নিকা মুখার্জীর স্পেক্ট্রাল উন্ড: সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স, পাবলিক মেমোরিজ অ্যান্ড দ্য বাংলাদেশ ওয়ার অব ১৯৭১ (২০১৫ ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস; ২০১৬, জুবান) বইয়ের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে রচিত। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যা সবচেয়ে নজিরবিহীন তা হলো, অন্যান্য যুদ্ধকালীন যৌন সহিংসতার মতো ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন ধর্ষণ ও সহিংসতার ব্যাপারে কোনো নীরবতা ছিল না। বরং একাত্তরে ধর্ষিত নারীদেরকে সরকার কর্তৃক 'বীরাঙ্গনা' (সাহসী নারী) খেতাবের বিষয়টি জনস্মৃতিতে রয়েছে। জাতিতাত্ত্বিক গবেষণার ধারায় নয়নিকা এই কাজটি করেন যুদ্ধে ধর্ষিত নারী, তাঁদের পরিবার ও সম্প্রদায়ের সাথে; রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, মানবাধিকারকর্মীদের মাঝে; আর পাশাপাশি তিনি আর্কাইভ ঘাটেন, ভিজ্যুয়াল ও সাহিত্যে তাঁদের নানাবিধ উপস্থাপনার পরীক্ষা করেন। সংঘাতকালে সংঘটিত যৌন সহিংসতা বিষয়ে এ যাবতকাল পর্যন্ত করা বেশিরভাগ গবেষণায় শুধুমাত্র সহিংসতার সাক্ষ্য তুলে ধরার উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হয়েছে।

নির্যাতিতের সাথে গবেষণা ও সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে স্পেক্ট্রাল উন্ড বইটি দেখায় যে শুধু যুদ্ধকালীন ধর্ষণের অভিজ্ঞতার উপরে মনোযোগ দেয়ার ফলে:

(১) যেসব পরিস্থিতিতে সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয় সেসবের উপর পর্যাপ্ত দৃষ্টি দেওয়া হয় না।
(২) ফলে, দলিলসমূহকে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে দেখা যায়, সাক্ষ্যগ্রহণকারী (গবেষক, সরকারি কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক, এনজিও প্রতিনিধি, মানবধিকার ও নারীবাদী কর্মী, উকিল, লেখক, সাংবাদিক, প্রামাণ্যচিত্রকার ও আলোকচিত্রী প্রভৃতি) স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মূল সাক্ষ্য বিকৃত হয়ে গেছে।
(৩) এজন্য, সাক্ষ্যদানকারী তার যুদ্ধকালীন নির্যাতনের অভিজ্ঞতা বলার মধ্য দিয়েও আরেক দফা এবং বার বার আক্রান্ত হতে পারে।
(৪) ফলে, সাক্ষ্যদানকারীদের প্রত্যাশা ও বিচার লাভের প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে।

কীভাবে উদ্ধৃত করবেন: মুখার্জী, নয়নিকা এবং নাজমুন্নাহার কেয়া। (২০১৯) বীরাঙ্গনা: যুদ্ধকালীন ধর্ষণের নীতিসম্মত সাক্ষ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। ডারহাম: ইউনিভার্সিটি অব ডারহাম। [অনলাইন] বিনামূল্যে পাওয়া যাবে যেখানে: www.ethical-testimonies-svc.org.uk সর্বশেষ দেখা হয়েছে: যে তারিখে ওয়েবসাইটিতে ঢোকা হয়েছে তা এখানে থাকবে] **নানান সংবেদনশীল এবং নৈতিক বিষয় পালন করে যারা ধর্ষণের সাক্ষ্য নেবার প্রচেষ্টা করবেন (গবেষক, সরকারি কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারক, এনজিও প্রতিনিধি, মানবধিকার ও নারীবাদী কর্মী, উকিল, লেখক, সাংবাদিক, প্রামাণ্যচিত্রকার ও আলোকচিত্রী) তারা এই ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে পারবেন।**

আরও প্রশ্নের জন্য, মন্তব্য পাঠাতে এবং গ্রাফিক উপন্যাসের মুদ্রিত কপি পেতে যোগাযোগ করুন অধ্যাপক নয়নিকা মুখার্জী ও প্রকাশক বুবুকের সাথে: ethical.testimonies.svc@durham.ac.uk // dak@boobook.co

প্রথম প্রকাশ: মাঘ ১৪২৮, জানুয়ারি ২০২২
প্রকাশক: বুবুক, ঢাকা, বাংলাদেশ।
ISBN: 978-984-95218-4-6

boobook

গল্প, গ্রন্থকার ও সংলাপ: নয়নিকা মুখার্জী
সম্পাদকীয় সহযোগিতা: রাশিদা আখতার, অনিতা দত্ত, রায়হানা ফেরদৌস
চিত্রালংকরণ: নাজমুন্নাহার কেয়া

প্রকাশনা পরামর্শক: নোকতা
পরিবেশক: বুবুক, boobook.co

© ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ডসন বিল্ডিং
ডারহাম ডিএইচ ১৩এলই, যুক্তরাজ্য

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। বইটির কোনো অংশ কীভাবে ব্যবহার করতে পারেন: এই বইয়ের কোনো অংশ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে (যেমন এমন কোনো প্রকাশনা, সিডি বা ওয়েবসাইটে তুলে দেওয়া যেটি পেতে জনসাধারণকে অর্থ ব্যয় করতে হয়, কিংবা কোনো ব্রডকাস্ট সিরিজ বা চলচ্চিত্র প্রকল্পে) ব্যবহার করতে চাইলে, অনুমতির জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। কোনো অংশ 'ন্যায্যভাবে' বা ফেয়ার ডিলিংয়ের মাধ্যমে ব্যবহার করতে চাইলে (যেমন শিক্ষামূলক কাজে অথবা পাঠদানের উপকরণ হিসেবে) কিংবা কোনো অবাণিজ্যিক প্রকল্পে (যেমন শিক্ষাগত গবেষণা বা প্রদর্শনীতে) কাজে লাগাতে চাইলে, তা করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে ethical-testimonies-svc.org.uk-এর সৌজন্যে বলে উল্লেখ করা উচিত। এই জাতীয় অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য ওয়েবসাইটের অংশ হিসেবে ছবি কাজে লাগাতে পারেন। আলোকচিত্রের স্বত্ব বা কপিরাইট তালিকাভুক্ত ব্যক্তি/ সংস্থা কর্তৃক সংরক্ষিত। কোনো আলোকচিত্র পুনরুৎপাদন করতে চাইলে স্বত্বাধিকারীর অনুমোদন দরকার হবে।

আর্কাইভে থাকা কোনো কিছু ব্যবহার করলে ব্যবহার্য বস্তুর উপর আপনার সাবলাইসেন্সিং করার অধিকার জন্মে না। কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা যদি এই বইয়ের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চান, তাহলে তার এসব নীতিমালার ব্যাপারে অবগত থাকা উচিত এবং সংশিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে প্রত্যক্ষভাবে কনটেন্ট ব্যবহার করা উচিত।

ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে এই সচিত্র কাহিনী বা গ্রাফিক নভেলটি রচিত হয়েছে। কোনো ভুল-ত্রুটি থাকলে তা অনিচ্ছাকৃত। অনুগ্রহ করে লেখক ও প্রকাশককে জানাবেন যাতে পুনর্মুদ্রণে তা সংশোধন করা যায়। কপিরাইট সংগ্রহ করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। যদি কপিরাইট নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে, তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

পাঠকের মূল্য: ৳ ১৮৫ । ₹ ১৮৫
ছাপা ও বাঁধাই: প্রোগ্রেসিভ প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বাংলাদেশ।

boobook

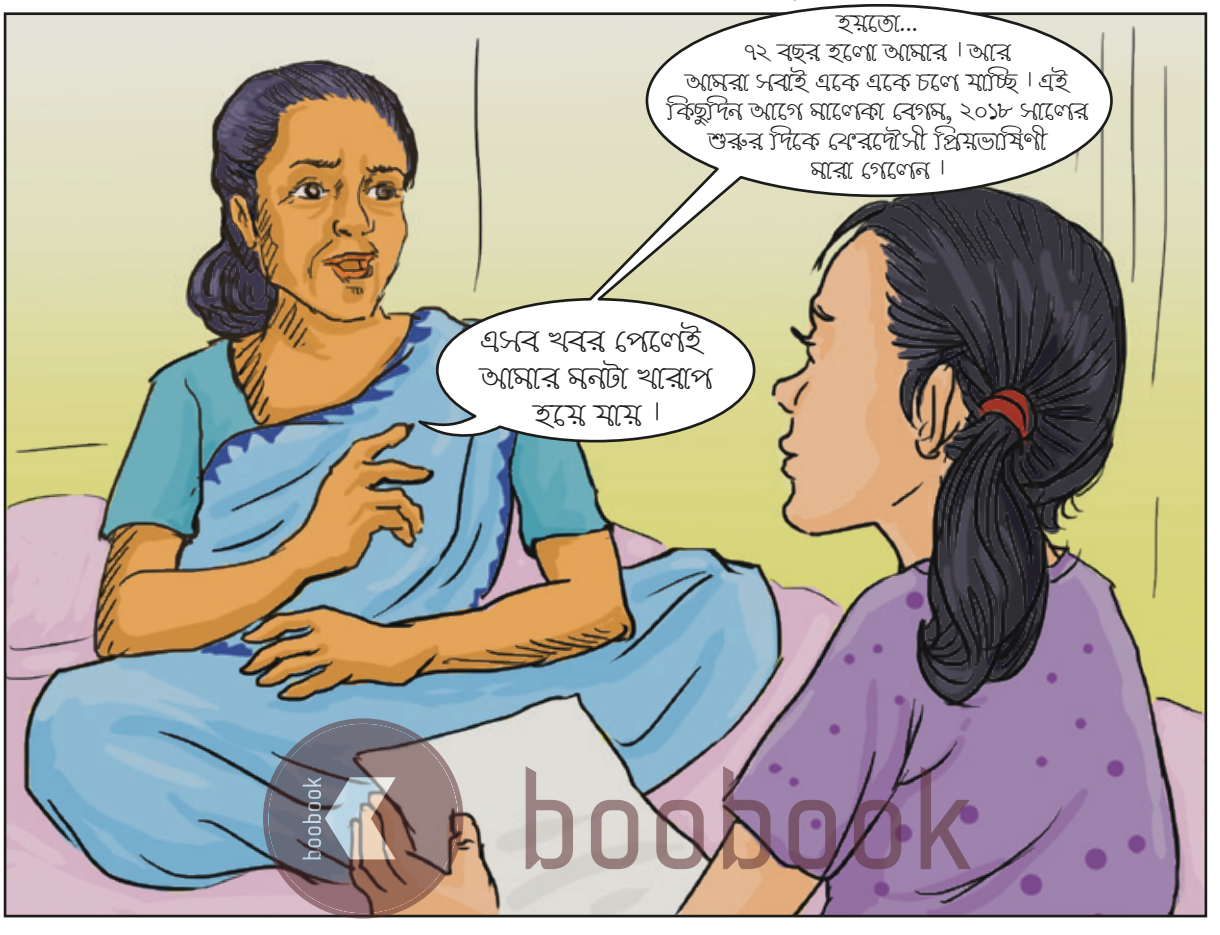
হয়তো...
৭২ বছর হলো আমার। আর আমরা সবাই একে একে চলে যাচ্ছি। এই কিছুদিন আগে মালেকা বেগম, ২০১৮ সালের শুরুর দিকে ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী মারা গেলেন।
এসব খবর পেলেই আমার মনটা খারাপ হয়ে যায়।

ক্ষতি?
ক্ষতি হয়েছিল মানে?

একাত্তরের যুদ্ধে আমাদেরও অনেক ক্ষতি হয়েছিল।

পৃথিবীতে শুধু বাংলাদেশ যুদ্ধে ধর্ষিত নারীদের স্বীকৃতি দিয়েছে।

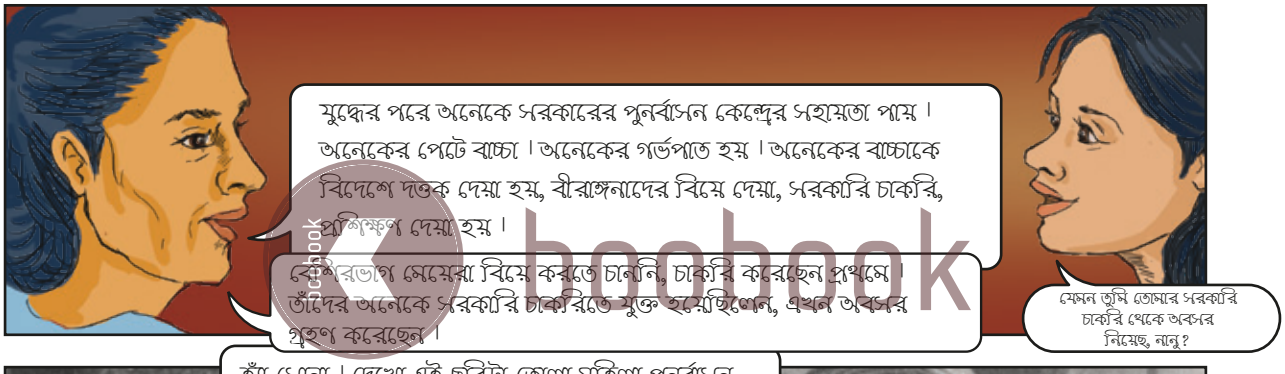

রশিদ তালুকদারের তোলা ছবি

boobook

যুদ্ধ পরবর্তী বীরাঙ্গনাদের কাহিনী পাই গল্প, উপন্যাস, সিনেমা, নাটক ও ছবিতে।

boobook

* পৃষ্ঠা ৪০-এ উদ্ধৃত কাজ ও চলচ্চিত্রের সম্পূর্ণ রেফারেন্স দেখুন

হেনা মুক্তিযুদ্ধের কথ্য ইতিহাস ও সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করেছিল।
বীরাঙ্গনারা সবাই আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছেন, মারা যাচ্ছেন।

boobook

* মানে মা

কয়েকজন বীরাঙ্গনার জীবন কাহিনী

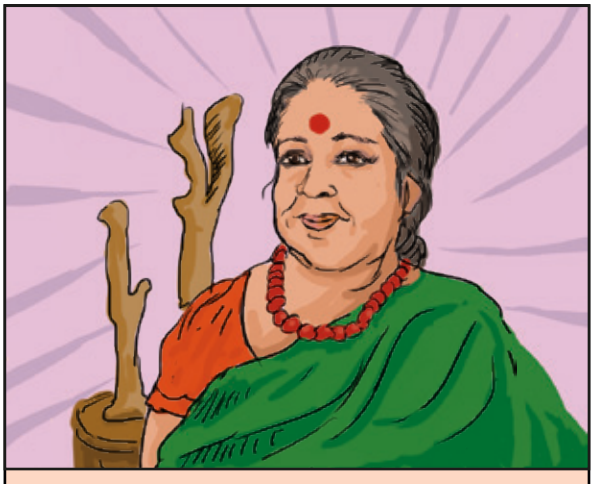

ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী: ভাস্কর

একাত্তরের যুদ্ধের সময় ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীকে পাকিস্তানি মিলিটারি, বাঙ্গালি সহকর্মীরা অনেক মাস ধরে ধর্ষণ করে। তাঁকে কাজে অবিরত যেতে হয়েছিল কারণ তাঁর বিধবা মা ও ছোট ভাইবোনদের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপরে। যুদ্ধের পরে তাঁকে ভুলভাবে রাজাকার বলে ডাকা হয়, এবং তিনি ও তাঁর মুক্তিযোদ্ধা স্বামী নানা জায়গায় পালিয়ে বেড়ান। ১৯৯৭ সালে উনার মেয়েকে প্রথম জানান নিজের সেই বিভীষিকার কথা। উনি বলতেন: আমি যদি কাউকে অনুমতি না দিই, তাহলে আমার আঙ্গুলে হাত দিলে তা জ্বলে উঠবে। শরীরে হাত দিলে কী রকমভাবে জ্বলবে ভাবো। ওনার ভাস্কর্য দেশের সকলকে অনুপ্রেরণা দেয়। উনি ২০১৮ সালের মার্চ মাসে মারা যান।

ময়না করিম (ছদ্মনাম): ভূমিহীন গ্রাম্য মহিলা

যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি আর্মি তাঁর ঘরের দরজার সামনে তাঁকে ধর্ষণ করে। ওরা যখন আসে তখন তিনি মাছ কাটছিলেন। ঘরের খুঁটি ধরে তিনি ভেবেছিলেন, জান দেবো তো মান দেবো না। যুদ্ধের পরে তাঁর স্বামী সংসারে মাছ কাটার ভার নেন। তাঁর ঘরের খুঁটি ধরে ময়না বলেন, এই খুঁটি হচ্ছে আমার ঘটনার সাক্ষী। একে দেখলেই আমার চোখের সামনে ঐদিনের দৃশ্য ফুটে ওঠে। ময়না ১৯৯২ সালে গণ-আদালতে রাজাকারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। এখন তাঁর ছেলেমেয়ের চাকরির জন্য সরকারের কাছে আবেদন করেছেন।

boobook

ছায়া রানী দত্ত (ছদ্মনাম): যৌন কর্মী

যুদ্ধের সময় ছায়ার মা মারা যান। ছায়া একা হয়ে যান। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্থানীয় রাজাকার তাঁকে ধর্ষণ করে। ছায়া তাঁর মায়ের কথা ভেবে কষ্ট পান, কারণ তাঁর মনে হয় মা থাকলে এই অবস্থা তাঁর হতো না। যুদ্ধের পরে তিনি আলুর ব্যবসা করেন দীর্ঘদিন এবং পরে নিজেই যৌনকর্মী হয়ে কাজ শুরু করেন। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্ম পালন করেন। ধর্ষণের ফলে তাঁর এক মেয়ে হয়, এক যুদ্ধ শিশু; তাঁর বয়স এখন ৪৯ বছর।

শিরিন আহমেদ (ছদ্মনাম): সরকারি চাকরি করতেন

যুদ্ধের সময় তাঁর স্বামীকে পাকিস্তানি আর্মি বেয়োনেট দিয়ে মারে এবং শিরিন তার সাক্ষী। তখন তিনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। মিলিটারি তাঁকেও ধর্ষণ করে, এবং তিনি তাঁর বাচ্চা হারান। যুদ্ধের পর তিনি এক খালাতো ভাইকে বিয়ে করেন। কিন্তু তাঁর প্রেম প্রথম স্বামীর প্রতি, যাঁর ছবি তিনি বাড়িতে রাখতে পারেন না, দ্বিতীয় স্বামীর কারণে। তাই অফিসের আলমারিতে রেখে দিয়েছিলেন ছবি। কিছু বছর হলো তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন।

* তাঁদের জীবনের বিস্তারিত বিবরণ দেখুন: মুখার্জী, নয়নিকা, স্পেক্টাল উন্ড: সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স, পাবলিক মেমোরিজ অ্যান্ড দ্য বাংলাদেশ ওয়ার অব ১৯৭১। (২০১৫, ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস; ২০১৬ জুবান)।

মর্জিনা খাতুন (ছদ্মনাম): হাসপাতালের ক্লিনার/পরিচ্ছন্নতাকর্মী

১৯৭১ সালে মর্জিনার ভাই যুদ্ধ করতে যাচ্ছিলেন। তিনি সদ্য বিয়ে করেছিলেন।

যখন পাকিস্তানি মিলিটারি জিপ তাঁদের বাসায় আসে, ভাইয়ের বউ ও আরেক সুন্দরী বোনকে বাঁচাতে মর্জিনা নিজে এগিয়ে যান।

চার মাস ধরে প্রত্যেক রাতে পাকিস্তানি আর্মির জিপ মর্জিনাকে তুলে নিয়ে যায় ধর্ষণ করতে আর সকালবেলা বাড়িতে ফেরত দিয়ে যায়

যুদ্ধের পরে তাঁর প্রতিবেশীরা তাঁকে রাজাকার বলে। তাই তিনি ঢাকায় গিয়ে কাজ করেন।

তাঁর বিয়ে হয়, বাচ্চা হয়। পরে স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে যান। আজ তাঁর ছেলেমেয়ের সরকারি চাকরি আছে। তিনি দীর্ঘদিন সরকারি হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাজ করেন। কিছু দিন হলো অবসর নিয়েছেন।

boobook

তাঁদের জীবনের বিস্তারিত বিবরণ দেখুন: মুখার্জী, নয়নিকা, স্পেক্ট্রাল উন্ড: সেক্সুয়াল ভায়োলেন্স, পাবলিক মেমোরিজ অ্যান্ড দ্য বাংলাদেশ ওয়ার অব ১৯৭১। (২০১৫, ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস; ২০১৬ জুবান)।

কীভাবে বীরাঙ্গনার সাক্ষাৎকার নেবেন?

এই সংবেদনশীল বিষয়ে কাজ করতে একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালার খুবই প্রয়োজন।

boobook

নীতি ৫: পর্যাপ্ত সময় নিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে এসেছেন তো ?

পর্যাপ্ত সময় নিয়ে গেলে সাক্ষ্যদাতা তাঁর সুবিধেমতো (সময়ে ও স্থানে) সাক্ষাৎকার (যদি দিতে চান) দিতে পারেন। তাঁর প্রেক্ষাপটকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সাক্ষাৎকার সময় নিয়ে, তাড়াহুড়া না করে করতে হবে।

যেখানে প্রযোজ্য ও সম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত নারীর পরিবার, সন্তান ও সম্প্রদায়ের/সমাজের সাথে কথা বলে তাঁর সামাজিক আর্থিক অবস্থান বুঝে নিতে হবে।

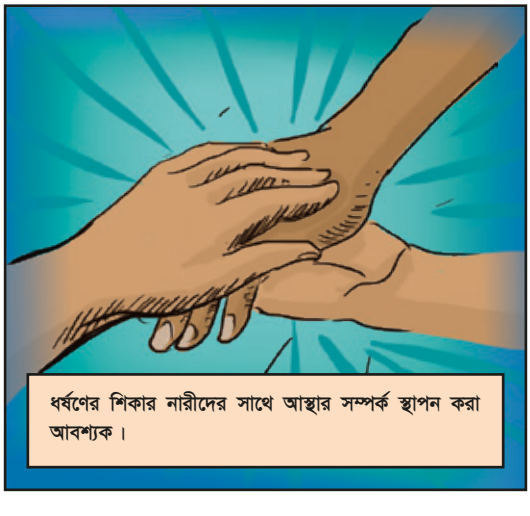

ধর্ষণের শিকার নারীদের সাথে আস্থার সম্পর্ক স্থাপন করা আবশ্যক।